হাদীসে বর্ণিত দুআসমূহ ও তার ব্যাখ্যা

সংকলনে

মো: হাসিবুর রহমান

সম্পাদনায়

শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী

লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়,

মুহাদ্দিছ: মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, ঢাকা

আলোকিত প্রকাশনী

হাদীসে বর্ণিত দুআসমূহ ও তার ব্যাখ্যা

গ্রন্থস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর ২০২১।

মুদ্রিত মূল্য: ৫৭২ (পাঁচশত বাহাত্তর) টাকা।

অনলাইন পরিবেশক: আলোকিত বই বিতান, রকমারি, ওয়াফি লাইফ, SalafiBookbd.com

পৃষ্ঠাসজ্জা ও প্রচ্ছদ: হাবিব বিন তোফাজ্জল।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
বাংলায় আরবী উচ্চারণ পদ্ধতি	২৯
প্রকাশকের কথা	৩২
সম্পাদকের কথা	৩৩
ভূমকিা	৩৪
দু'আর অর্থ	৩৬
দু'আর ফযীলত	৩৭
আল্লাহর নিকট দু'আই অধিক সম্মানিত	৪১
দু'আ কবুলের শর্ত	৪২
আল্লাহ যেভাবে দু'আ করার আদব শিক্ষা দিয়েছেন	৪৪
দু'আর বিভিন্ন আদব	৪৯
দু'আ কবুল হওয়ার বিশেষ কিছু সময় ও স্থান	৫৩

শুদ্ধ দু‘আ	৬০
দু‘আয় অতিরঞ্জন নিষিদ্ধ	৬২
জামা‘আতবদ্ধভাবে সবাই মিলে হাত তুলে দু‘আ	৬২
প্রথম অধ্যায়: পবিত্রতা ও স্বলাত	
অযুর পূর্বে দু‘আ	৬৬
অযুর শেষে পাঠ করার দু‘আ	৬৭
আযানের যিকিরসমূহ	৬৯
আযানের শেষে পাঠ করার দু‘আ	৭০
মসজিদে প্রবেশের দু‘আ	৭৩
মসজিদ থেকে বের হওয়ার দু‘আ	৭৫
সানা (তাক্বীরে তাহ্রীমার পর পঠিতব্য):	৭৭
সানা ১: (اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ.....وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ)	৭৭
সানা ২: (وَجَّهْتُ وَجْهِيَ...وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ)	৭৮
সানা ৩: (سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ)	৮০
সানা ৪: (وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ...اَنْتَ سُبْحَانَكَ)	৮১
স্বলাতে ও কিরা‘আতে শয়তানের কুমন্ত্রণায় পতিত ব্যক্তির দু‘আ	৮২

দুঃখ-কষ্টের কারণে মৃত্যুকামনা না করে দু'আ	৩৫৯
দুঃখ ও দুশ্চিন্তায় পাঠ করার দু'আ	৩৬০
কঠিন কোন কাজে চিন্তিত হলে পাঠ করা	৩৬২
বাচ্চাদের জন্য দু'আ করা	৩৬৩
বিপদের সময় পাঠ করার দু'আ	৩৬৪
বিপদগ্রস্থ ব্যক্তির পাঠ করার দু'আ	৩৬৫
বিপদে নিপতিত অবস্থায় পাঠ করার দু'আ	৩৬৭
বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করে পাঠ করার দু'আ	৩৬৮
বাসর রাতে স্বামী-স্ত্রী একসাথে স্বলাত আদায়ের পর দু'আ	৩৬৯
বাসর রাতে স্ত্রীর কপালে হাত রেখে দু'আ	৩৭০
ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় পাঠ করার দু'আ	৩৭১
স্ত্রীর সাথে সহবাসের সময় দু'আ	৩৭১
হতাশাজনক কিছু ঘটলে পাঠ করার দু'আ	৩৭৩
সপ্তম অধ্যায়: ঈমান-সুরক্ষা	
অশুভ লক্ষণ গ্রহণকে অপছন্দ করে দু'আ	৩৭৪
ইস্তিখারা স্বলাতের পদ্ধতি	৩৭৪

হাজারে আসওয়াদের নিকটে আসলে যা বলবে	৪৩৫
হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামীনের মাঝে পড়ার দু'আ	৪৩৭
সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের নিকট আসলে পাঠ করার দু'আ	৪৩৭
সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে উঠে দু'আ	৪৩৮
সাঈ করার সময় দু'আ	৪৩৯
মাশ'আরুল হারাম অর্থাৎ মুযদালিফায় যিকির	৪৩৯
আরাফার দিনে দু'আ	৪৪০
জামরাহসমূহে কংকর নিক্ষেপের সময় যা বলবে	৪৪১
হাজ্জ, ঊমরাহ ও যুদ্ধ থেকে ফিরার সময় যা বলবে	৪৪২
দশম অধ্যায়: ঝাড়ফুঁক-চিকিৎসা	
অসুস্থ ব্যক্তিকে ঝাড়ফুঁক করার দু'আ	৪৪৩
বাচ্চাদের ঝাড়ফুঁক করার দু'আ	৪৪৫
বিশধর প্রাণীর দংশনে ঝাড়ফুঁক	৪৪৬
বিভিন্ন রোগে ঝাড়ফুঁকের কয়েকটি দু'আ:	৪৪৮
দু'আ ১: (শরীরের কোথাও ব্যথা পেলে বা ফোরা হলে)	৪৪৮
দু'আ ২: (অসুস্থ হলে সূরা ফালাক্ব ও নাস দ্বারা ঝাড়ফুঁক)	৪৪৯

"প্রথম অধ্যায়: পবিত্রতা ও স্বলাত"

অযুর পূর্বে দু'আ

بِسْمِ اللهِ

| উচ্চারণ: 'বিস্‌মিল্লা-হ'। |

অর্থ: 'আল্লাহর নামে শুরু করছি'।

❍ আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঐ ব্যক্তির স্বলাত হয় না যে (সঠিকভাবে) অযু করে না এবং ঐ ব্যক্তির অযু হয় না যে তাতে আল্লাহর নাম নেয় না।[৮০]

ব্যাখ্যা: যে ব্যক্তি অযু করার শুরুতে আল্লাহর নাম উল্লেখ করলো না অর্থাৎ 'বিস্‌মিল্লাহ' বললো না, তার অযু হবে না। 'যে ব্যক্তি অযু করার সময় বিস্‌মিল্লাহ বলেনি তার অযু বিশুদ্ধ হয়নি'। বিস্‌মিল্লাহ বলা সুন্নাত। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রাহিমাহুল্লাহ) 'হুজ্জাতুল্লা-হিল বা-লিগাহ'-তে বলেন, বিস্‌মিল্লাহ বলাটা ركن অথবা شرط অর্থাৎ এর অর্থ দাঁড়ায় অযু পরিপূর্ণ হবে না। অন্য হাদীসে রয়েছে لَا صَلَوةَ لِمَنْ لَا وَضُوْءَ لَه অর্থাৎ 'যার অযু বিশুদ্ধ হবে না তার স্বলাতও হবে না'। অতএব অযু শুরু করার পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' বলার গুরুত্ব অপরিসীম। 'বিসমিল্লাহ' বলার হাদীস অধিক বিশুদ্ধ ও অধিক শক্তিশালী এবং الوضوء بالنبيذ। হাদীস থেকে অধিক প্রসিদ্ধ।[৮১]

৮০. আবূ দাউদ (তাহক্বীক্ব), হাদীস নং- ১০১, অধ্যায়: পবিত্রতা অর্জন।

৮১. মিশকাতুল মাসাবীহ (হাদীস একাডেমী), ৪০২নং হাদীসের ব্যাখ্যা।

অযুর শেষে পাঠ করার দু'আ

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

উচ্চারণ: 'আশ্হাদু আল্ লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়াহ্দাহু লা- শারীকা লাহু, ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু, আল্লা-হুম্মাজ্ 'আল্নী মিনাৎ তাওওয়া-বীনা ওয়াজ্ 'আল্নী মিনাল্ মুতাত্বাহ্হিরীন'।

অর্থ: 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোন সত্য ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই; আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং আমাকে পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন'।

❍ উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে অযু করার পর এই দু'আ পাঠ করবে, তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেয়া হবে। সে নিজ ইচ্ছায় যে কোন দরজা দিয়েই তাতে প্রবেশ করতে পারবে।[৮২]

ব্যাখ্যা: হাদীসে অযুর পর পঠিতব্য যে দু'আটি উল্লেখ করা হয়েছে তার দ্বারা মূলত আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে করা আমলের স্বচ্ছতা ও হাদীসে আক্বার ও আসগার থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পবিত্রতা লাভের পর অন্তরকে শিরক ও রিয়া থেকে পবিত্র রাখার দিকে ইশারা করা হয়েছে। তাওবাহ গোপন গুনাহ হতে পবিত্রকারী এবং অযু আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে বাধাদানকারী বাহ্যিক গুনাহের পবিত্রকারী। হাদীসে বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গভাবে অযু করার পর শাহাদাতায়ন পাঠ করে, তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হয়'। এ বক্তব্যের মর্মার্থ হচ্ছে, ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে চাইলে একটি দরজাই তার জন্য যথেষ্ট, তথাপিও হাদীসে জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। এটি মূলত ব্যক্তির কর্মের সম্মানার্থে।

৮২. তিরমিযী (তাহ্ক্বীক্ব), হাদীস নং- ৫৫, অধ্যায়: পবিত্রতা।

অথবা বাহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির দিকে দৃষ্টি দিলে বলা যায়, ব্যক্তি যে ধরনের আমল বেশি করবে তার জন্য ঐ আমলের প্রস্তুত করা বিশেষ দরজা খুলে দেয়া হবে। কারণ জান্নাতের দরজাসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে বিশেষ বিশেষ আমলের জন্য। যেমন- যে ব্যক্তি বেশি বেশি সিয়াম (রোযা) পালন করবে তার জন্য জান্নাতের **'রাইয়্যান'**[৮৩] নামক দরজা খুলে দেয়া হবে। অনুরূপ যে ব্যক্তি যেমন আমল করবে তাঁর জন্য তেমন দরজা খুলে দেয়া হবে। ইবনু সাইয়্যিদিন নাস বলেন, দরজার সংখ্যাধিক্যতা খুলে দেয়া ও এসব হতে ডাকা ইত্যাদি ক্বিয়ামতের দিন ব্যক্তির সম্মান এবং মর্যাদার দিকেই ইশারা। অতএব বিষয়টি এমন নয় যে, কোন এক দরজা দিয়ে ডাকা হলে সে দরজার সীমা সে অতিক্রম করবে না। বরং প্রত্যেক দরজা দিয়ে ডাক পাওয়ার পর যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে দরজা দিয়েই সে প্রবেশ করবে।[৮৪]

আরেকটি দু'আ:

سُبْحانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ، اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتوبُ اِلَيْكَ.

উচ্চারণ: 'সুব্হাঁ-নাকা আল্লা-হুম্মা ওয়া বিহাঁম্দিকা, আশ্হাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লা- আংতা, আস্তাগ্ফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা'।

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি প্রশংসা সহকারে আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া কোন সত্য মা'বূদ নেই। আপনার নিকটেই ক্ষমা চাচ্ছি এবং আপনার নিকটেই প্রত্যাবর্তন'।

❍ রাসূল ﷺ অযুর পর এই দু'আ পাঠ করতেন।[৮৫]

৮৩. রাসূল ﷺ বলেছেন, সাওম (সিয়াম) পালনকারীদের জন্য জান্নাতে একটি দরজা রয়েছে যাকে রাইয়্যান বলা হয়। সে দরজা দিয়ে সাওম (সিয়াম) পালনকারীগণ ব্যতীত অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। যখন তাদের শেষ ব্যক্তি প্রবেশ করে ফেলবে, সে দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। যে ব্যক্তি সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে সে পানি পান করবে; আর যে পানি পান করবে সে কখনো ক্ষুধার্ত হবে না'- নাসাঈ, হাদীস- ২২৪০, অধ্যায়: সাওম।

৮৪. মিশকাতুল মাসাবীহ (হাদীস একাডেমী), ২৮৯ নং হাদীসের ব্যাখ্যা।

৮৫. শাওকানী, তুহ্ফাতুয যাকিরীন, হাদীস নং- ৯৩; ইরওয়াউল গালীল, পৃষ্ঠা ৯৪।

আযানের যিক্রসমূহ

আবূ সাঈদ আল খুদরী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন তোমরা আযান শুনতে পাও তখন মুয়ায্যিন যা বলে তোমরাও তা-ই বলো।[৮৬] শুধু

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ.

উচ্চারণ: 'হাঁইয়া 'আলাস্ব্ স্বলা-হ, হাঁইয়া 'আলাল্ ফালা-হ'।

অর্থ: 'এসো স্বলাতের দিকে, এসো কল্যাণের দিকে'।

এর সময়ে বলবে,

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ.

উচ্চারণ: লা- হাঁওলা ওয়ালা- ক্বুউ্ওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ'।

অর্থ: 'আল্লাহর সাহায্য ছাড়া (পাপ কাজ থেকে দূরে থাকার) কোন উপায় এবং (সৎকাজ করার) কোন শক্তি কারো নেই'।[৮৭]

ব্যাখ্যা: কেউ যদি দূরত্ব অথবা অন্ধত্বের কারণে মুয়ায্যিনের শব্দ শুনতে না পায়, তাহলে তার জন্য আযানের উত্তর দেয়ার বিধান প্রযোজ্য নয়। মুয়ায্যিনের আযানের জবাবে শ্রোতারা তাই বলবে যা মুয়ায্যিন বলে। তবে দুই 'হাইয়্যা 'আলা স্বলাহ'-এর ক্ষেত্রে (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ) 'লা- হাওলা ওয়ালা- কুউওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ' বলবে। আর এটা ঊমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণিত হাদীসে রয়েছে। আর ফজরের আযানের সময় মুয়ায্যিন যখন اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ বলেন, তখন এর উত্তরে صَدَّقْتَ وَبَرَرْتَ বলার কোন দলীল পাওয়া যায় না।[৮৮]

৮৬. মুসলিম (হাদীস একাডেমী), হাদীস নং- ৭৩৪-(১০/৩৮৩), অধ্যায়: স্বলাত।

৮৭. মুসলিম (হাদীস একাডেমী), হাদীস নং- ৭৩৬-(১২/৩৮৫), অধ্যায়: স্বলাত।

৮৮. মিশকাতুল মাসাবীহ (হাদীস একাডেমী), ৬৫৭নং হাদীসের ব্যাখ্যা।

আযানের শেষে পাঠ করার দু'আ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، اٰتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا الَّذِيْ وَعَدْتَهُ.

উচ্চারণ: 'আল্লা-হুম্মা রব্বা হা-যিহিদ্ দা'ওয়াতিৎ তা-ম্মাতি, ওয়াস্ব স্বলা-তিল্ ক্ব-য়িমাহ, আ-তি মুহাম্মাদাল্ ওয়াসীলাতা ওয়াল্ ফাদ্বীলাতা, ওয়াব্ 'আছ্হু মাক্বা-মাম্ মাহ্মূদাল্ লাযী ওয়া 'আদ্তাহ'।

অর্থ: 'হে আল্লাহ! এ পরিপূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত স্বালাতের মালিক, মুহাম্মাদ ﷺ-কে ওয়াসীলা ও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী করুন এবং তাঁকে সে মাকামে মাহমুদে পৌঁছে দিন যার অঙ্গীকার আপনি করেছেন'।

❍ জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনে এই দু'আ পাঠ করবে, ক্বিয়ামতের দিন সে আমার শাফা'আত লাভের অধিকারী হবে।[৮৯]

ব্যাখ্যা: আযানের জবাব দেয়ার পর দু'আ পড়ার পূর্বে দুরূদ পাঠ করা মুস্তাহাব। ওয়াসীলা হলো জান্নাতের একটি বিশেষ স্থান, যা রাসূল ﷺ-এর জন্য নির্ধারিত। আযানের শেষে এই ওয়াসীলা যোগ করে দু'আ করলে নবীর শাফা'আত পাবার আশা করা যায়। **'যখন আযান শেষ হবে'**- এখানে শেষ হওয়ার সাধারণ অর্থ হলো, আযান যখন পূর্ণ হয়। আর এর প্রমাণ আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণিত হাদীস। আযান শেষ হলে আযানের দু'আ পড়বে। ইমাম হাফিয (রাহিমাহুল্লাহ)-এর মতে উক্ত দু'আর মধ্যকার দা'ওয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- একত্ববাদের দিকে ডাকা। যে আহ্বানের মধ্যে কোন শিরক নেই। এ প্রসঙ্গে সূরা রা'দ-এর ১৪নং আয়াতে বলা হয়েছে, لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ অর্থাৎ- **'আল্লাহর জন্যই সত্যের দিকে আহ্বান'**। উক্ত দু'আর একটি অংশ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ (ওয়াস্ব স্বলা-তিল্ ক্ব-য়িমাহ) এর উদ্দেশ্য হল- ক্বিয়ামত পর্যন্ত এ স্বলাত (নামায) ক্বায়িম থাকবে।

৮৯. বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন্স), হাদীস নং- ৬১৪, অধ্যায়: আযান।

দ্বিতীয় অধ্যায়: আশ্রয় প্রার্থনা

অক্ষমতা, কাপুরুষতা ও কৃপণতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা

اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ.

উচ্চারণ: ‘আল্লা-হুম্মা ইন্নী আয়ূঁযু বিকা মিনাল্ ‘আজ্‌জি, ওয়াল্ জুব্‌নি, ওয়াল্ বুখ্‌লি’।

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট অক্ষমতা (অপারগতা), কাপুরুষতা (ভীরুতা) এবং কৃপণতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি’।

❍ যাইদ ইবনু আরকাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তোমাদের নিকট তেমনই বলবো যেমনটি রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন। অতঃপর তিনি এই দু‘আ বললেন।[২৯৯]

ব্যাখ্যা: ইমাম নাবাবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, (اَلْعَجْزِ) ‘আজযি’ বা অক্ষমতা বলতে কল্যাণকর কাজ করার ক্ষমতা না থাকাকে বুঝিয়েছেন। (الْجُبْنُ) ‘জুব্‌ন’ বা কাপুরুষতা বলতে মূলত আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক শারঈ বড় বড় ও কষ্টসাধ্য কাজ যেমন ফাতাওয়া ও নেতৃত্ব দেয়ার মত পর্যায়ের শারঈ জ্ঞান অর্জন করার যোগ্যতাকে বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, কাপুরুষতা দ্বারা সাহসহীনতা বুঝানো হয়েছে। কারো মতে এর দ্বারা প্রাণভয়ে যুদ্ধে যেতে না চাওয়া কিংবা আবশ্যক অধিকার আদায় থেকে নিজের জীবন ও সম্পদকে বিরত রাখা। তবে কারো যদি মেধা, বুঝ-ব্যবস্থা, মুখস্থশক্তি কম থাকে, কিংবা দৈনন্দিন জীবিকা অর্জনের কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়, তাহলে তার ক্ষেত্রে ঐ পর্যায়ে না পৌঁছতে পারাটা কাপুরুষতা বলে গণ্য হবে না। আর এখানে (الْبُخْلُ) ‘বুখ্‌ল’ বা কৃপণতা বলতে মানুষের দ্বীনি কোন বিষয়ে মানুষ কিছু জানতে চাইলে তা তাদেরকে না জানানোকে বুঝানো হয়েছে। কারো মতে, কৃপণতা দ্বারা দানশীলতার বিপরীত স্বভাবকে বুঝানো হয়েছে। শরী‘আতের দৃষ্টিতে কৃপণতা বলতে আবশ্যক দান না করাকে বুঝায়। ইমাম নাবাবী (রাহিমাহুল্লাহ) আরো

২৯৯. মুসলিম (হাদীস একাডেমী), হাদীস নং- ৬৭৯৯-(৭৩/২৭২২), অধ্যায়: যিক্‌র, দু‘আ, তাওবাহ ও ক্ষমা প্রার্থনা।

সম্পৃক্ত হওয়া এবং এর মাধ্যমে ক্রমশ যিনা পর্যন্ত পৌঁছা। বিশেষ করে উপর্যুক্ত জিনিসগুলো থেকে আশ্রয় চাওয়ার কথা বলা হয়েছে এজন্য যে, এগুলো সকল অনিষ্টের মূল বা কর্মসূচি।[৩৫১]

জাহান্নামের নিকটবর্তীকারী কথা-কাজ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা

اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ.

উচ্চারণ: 'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আয়ূযু বিকা মিনান্ না-রি, ওয়ামা- ক্বর্‌রাবা ইলাইহা- মিং ক্বওলিন আও 'আমালিন'।

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট জাহান্নাম হতে আশ্রয় চাচ্ছি এবং ঐসব কথা ও কাজ থেকে আশ্রয় চাচ্ছি যা আমাকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করবে'।

❍ আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে এই দু'আ শিখিয়েছেন।[৩৫২]

জাহান্নামের ফিৎনা ও আযাব হতে আশ্রয় প্রার্থনা

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ.

উচ্চারণ: 'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আয়ূযু বিকা মিং ফিৎনাতিন্ না-রি ওয়া 'আযা-বিন না-র'।

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি জাহান্নামের ফিৎনা ও আযাব হতে আপনার কাছে আশ্রয় চাই'।

৩৫১. মিশকাতুল মাসাবীহ (হাদীস একাডেমী), ২৪৭২নং হাদীসের ব্যাখ্যা।

৩৫২. ইবনু মাজাহ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স), হাদীস নং- ৩৮৪৬, অধ্যায়: দু'আ।

তৃতীয় অধ্যায়: নিত্যদিন পঠিতব্য

অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা

رَبِّ وَانْصُرْنِيْ عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ.

উচ্চারণ: ‘রব্বি ওয়াংস্বুর্‌নী ‘আলা- মান বাগা ‘আলাইয়্যা’।

অর্থ: ‘হে প্রতিপালক! যে ব্যক্তি আমার উপর অত্যাচার ও সীমালঙ্ঘন করে তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন’।

❍ ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দু‘আয় এই দু‘আ বলতেন।[৪০৮]

অন্তরকে আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল রাখার দু‘আ

اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ.

উচ্চারণ: ‘আল্লা-হুম্মা মুস্বার্‌রিফাল্ ক্বুলূবি স্বর্‌রিফ ক্বুলূবানা- ‘আলা- ত্ব-‘আতিক’।

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! হে অন্তরসমূহকে আবর্তনকারী! আপনি আমাদের অন্তরসমূহকে আপনার আনুগত্যের উপর অটল রাখুন’।

❍ আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, আদম সন্তানের অন্তরসমূহ পরম দয়ালু আল্লাহর দু’আঙ্গুলের মধ্যে এমনভাবে আছে যেন তা একটি অন্তর। তিনি যেভাবে চান সেভাবেই তা উলট পালট করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দু‘আ পাঠ করলেন।[৪০৯]

৪০৮. ইবনু মাজাহ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স), হাদীস নং- ৩৮৩০, অধ্যায়: দু‘আ।

৪০৯. মুসলিম (হাদীস একাডেমী), হাদীস নং- ৬৬৪৩-(১৭/২৬৫৪), অধ্যায়: তাকদীর।

দ্বীন, দুনিয়া, পরিবার ও সম্পদের নিরাপত্তা প্রার্থনা

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَاَهْلِيْ وَمَالِيْ.

উচ্চারণ: 'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকাল্ 'আফ্ওয়া ওয়াল 'আ-ফিয়াতা ফী দীনী ওয়া দুন্ইয়া-ইয়া ওয়া আহ্লী ওয়া মা-লি'।

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা এবং আমার দ্বীন, দুনিয়া, পরিবার ও সম্পদের নিরাপত্তা চাই'।

❍ জুবায়র ইবনু আবূ সুলাইমান ইবনু জুবায়র ইবনু মুত্বইম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ইবনু ঊমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দু'আ পড়তেন।[৫০৭]

ধৈর্য ও সাহায্য প্রার্থনা

اَللّٰهُمَّ صَبْرًا اَوِ اللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ.

উচ্চারণ: 'আল্লা-হুম্মা স্বব্রান, আউইল্লা-হুল্ মুস্তা'আ-নু'।

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমাকে ধৈর্য দান করুন; আল্লাহর কাছে আমি সাহায্য প্রার্থনা করছি'।

❍ আবূ মূসা আশ'আরি (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনার একটি বাগিচায় হেলান দিয়ে বসাবস্থায় একটি লাকড়ি কাদা মাটিতে গাঢ়তে চেষ্টা করছিলেন। এমনি মুহূর্তে কেউ দরজা খোলার অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, খুলে দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। তখন আমি গিয়ে দেখি তিনি আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)। আমি দরজা খুললাম এবং

৫০৭. আবূ দাউদ (তাহ্ক্বীক্ব), হাদীস নং- ৫০৭৪, অধ্যায়: শিষ্টাচার।

চতুর্থ অধ্যায়: যিকির-ঘুম

রাতে শয়নকালে পাঠ করার দু'আসমূহ

আমল ১: সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস (প্রতিটি ৩ বার করে)

قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَوَى اِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيْهِمَا فَقَرَاَ فِيْهِمَا (قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ) وَ (قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) وَ (قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ) ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَاُ بِهِمَا عَلَى رَاْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا اَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ প্রতি রাতে (ঘুমাবার জন্য) বিছানায় যাওয়ার সময় সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস পাঠ করে দু'হাত একত্র করে হাতে ফুঁক দিয়ে যতদূর সম্ভব সমস্ত শরীরে হাত বুলাতেন। মাথা ও মুখ থেকে আরম্ভ করে তাঁর দেহের সম্মুখ ভাগের উপর হাত বুলাতেন এবং তিনবার এরূপ করতেন।[৫৭০]

ব্যাখ্যা: রাতে শয়নকালে নবী ﷺ তিনটি সূরা পড়ে দু'হাতের অঞ্জলিতে ফুঁ দিয়ে তা দ্বারা সমস্ত শরীর যতটুকু সম্ভব মুছে ফেলতেন। এতে শরীর বন্ধ হয়ে যেত এবং সৃষ্টির অনিষ্টতা থেকে বিশেষ করে রাতের নানা ফিতনা থেকে তিনি (ﷺ) নিরাপদে থাকতেন। তিনি (ﷺ) শরীরে অসুস্থতাবোধ করলেও এ সূরাগুলো পড়ে শরীর মুছে ফেলতেন, জীবনের শেষ মুহূর্তগুলোতে তিনি এ আমল করেছেন।[৫৭১]

আমল ২: সূরা সাজদাহ ও সূরা মুলক তিলাওয়াত করা

حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ مِسْعَرٍ، - تِرْمِذِيٌّ - حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ اَبِي

৫৭০. বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন্স), হাদীস নং- ৫০১৭, অধ্যায়: কুরআনের ফযীলত।

৫৭১. মিশকাতুল মাসাবীহ (হাদীস একাডেমী), ২১৩২নং হাদীসের ব্যাখ্যা।

পঞ্চম অধ্যায়: অসুস্থতা

অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে পাঠ করার দু'আ

لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللهُ.

উচ্চারণ: 'লা- বা'সা ত্বহূরুন ইন শা-আল্লা-হ'।

অর্থ: 'কোন দুশ্চিন্তার কারণ নেই, ইন-শা-আল্লাহ গোনাহ হতে তুমি পবিত্র হয়ে যাবে'।

❍ ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ একদিন অসুস্থ একজন বেদুঈনকে দেখতে গেলেন। রাবী বলেন, নবী ﷺ-এর অভ্যাস ছিল যে, পীড়িত ব্যক্তিকে দেখতে গেলে বলতেন- 'কোন দুশ্চিন্তার কারণ নেই, ইন-শা-আল্লাহ তুমি গোনাহ হতে পবিত্র হয়ে যাবে'। ঐ বেদুঈনকেও তিনি বললেন, চিন্তা করো না গুনাহ হতে তুমি পবিত্র হয়ে যাবে ইন-শা-আল্লাহ।[৬১৬]

ব্যাখ্যা: কারো মতে বেদুঈন ব্যক্তির নাম ক্বায়স বিন আবূ হাযিম। لَا بَأْسَ তথা তোমার উপর এ অসুস্থে কোন আশংকা ও দুর্বলতা নেই। ইবনু হাজার আসকালানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, নিশ্চয় অসুস্থতা গুনাহকে মিটিয়ে দেয়। যদি সুস্থতা অর্জিত হয় তাহলে দু'টি উপকার হয়, আর তা না হলে গুনাহ মিটানোর মাত্রা আরো বেশী অর্জিত হয়। طَهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللهُ শব্দ দ্বারা দু'আ প্রমাণিত হয় সংবাদ হয় না। ত্বীবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি (মুহাম্মাদ ﷺ) তোমাকে আমার এ বক্তব্য (لا بأس عليك অর্থাৎ তোমার কোন ভয় বা আশংকা নেই) দ্বারা পথ দেখাচ্ছি যে, তোমার জ্বর তোমাকে তোমার গুনাহ হতে পবিত্র করবে, সুতরাং তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং এর জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। অতঃপর তুমি অস্বীকার করলে কিন্তু নিরাশা ও কুফরী ব্যক্ত করলে তেমনটি হবে যেমনটি তুমি ধারণা করেছ। এটা দ্বারা নিজেকে যথেষ্ট মনে করলে না, বরং আল্লাহর নি'আমাতকে প্রত্যাখ্যান করলে; আর তুমি নি'আমাতের মধ্যে ছিলে।[৬১৭]

৬১৬. বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন্স), হাদীস নং- ৩৬১৬, অধ্যায়: মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য।

৬১৭. মিশকাতুল মাসাবীহ (হাদীস একাডেমী), ১৫২৯নং হাদীসের ব্যাখ্যা।

ষষ্ঠ অধ্যায়: দুঃখ-দুর্দশা, বিপদ-আপদ, ভয়-ভীতি, অনুভূতি-ভালোবাসা

অন্য কারো জন্য দু'আ করা

اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ.

উচ্চারণ: 'আল্লা-হুম্মা 'আল্লিম্হুল কিতা-বা'।

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আপনি তাকে কিতাবের (কুরআনের) জ্ঞান দান করুন'।

❍ রাসূল ﷺ ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে জাপটে ধরে তার জন্য এই দু'আ করেছিলেন।[৬৬৪]

আরেকটি দু'আ:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيْرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ.

উচ্চারণ: 'আল্লা-হুম্মাজ্ 'আল্হু ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ফাওক্বা কাছীরিন মিন খল্ক্বিকা মিনান্ না-স'।

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্বিয়ামতের দিন আপনার সৃষ্ট অধিকাংশ অনেক ব্যক্তির উপর স্থান দান করুন'।

❍ রাসূল ﷺ উবাইদ ইবনু আমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর জন্য এই দু'আ করেছিলেন।[৬৬৫]

৬৬৪. বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন্স), হাদীস নং- ৭৫, অধ্যায়: ইল্ম (ধর্মীয় জ্ঞান)।

৬৬৫. বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন্স), হাদীস নং- ৬৩৮৩, অধ্যায়: দু'আসমূহ।

সপ্তম অধ্যায়: ঈমান-সুরক্ষা

অশুভ লক্ষণ গ্রহণকে অপছন্দ করে দু'আ

اَللّٰهُمَّ لَا طَيْرَ اِلَّا طَيْرُكَ، وَلَا خَيْرَ اِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا اِلَهَ غَيْرُكَ.

উচ্চারণ: 'আল্লা-হুম্মা লা- ত্বইরি ইল্লা- ত্বইরুকা, ওয়া লা- খইরা ইল্লা- খইরুকা, ওয়া লা- ইলা-হা গইরুকা'।

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আপনার পক্ষ থেকে অশুভ মঞ্জুর না হলে অশুভ বলে কিছু নেই। আপনার কল্যাণ ছাড়া কোন কল্যাণ নেই। আর আপনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই'।

❍ একদা সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! অশুভ লক্ষণের কাফ্ফারা কি?' তখন রাসূল ﷺ তাদেরকে এই দু'আ শিক্ষা দিলেন।[৭০০]

ইস্তিখারা স্বলাতের পদ্ধতি

- ✓ ইস্তিখারা করতে হবে সাদা মনে। এ সময় কোন বিষয়ে দৃঢ় সংকল্প করবে না। কেননা তাতে ইস্তিখারা করার পরও তার ঐ দৃঢ় সংকল্পই তার মনে উদয় হবে।
- ✓ ইস্তিখারার পর তার মন যেদিকে টানবে সে তাই করবে। এতে ইন শা আল্লাহ সে নিরাশ হবে না। উল্লেখ্য, ইস্তিখারার পরে ঐ বিষয়ে স্বপ্ন দেখা বা উক্ত বিষয়টি তার সামনে পরিষ্কার হয়ে যাওয়া- এমন কোন শর্ত নেই। বরং মনের আকর্ষণ যেদিকে যাবে সেভাবেই কাজ করবে।
- ✓ ইস্তিখারার স্বলাত (নামায) দিনে রাতে যেকোন সময় পড়া যাবে। তবে ইশার স্বলাতের পর ঘুমানোর পূর্বে এটি আদায় করা উত্তম। আর এরপর সে কোন কথা বলবে না।

৭০০. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং- ৭০৪৫; সিলসিলা সহীহাহ, হাদীস নং- ১০৬৫।

নবম অধ্যায়: হাজ্জ-সিয়াম-ঈদ

ইফতারের সময় রোযাদারের দু'আ

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ اِنْ شَاءَ اللهُ.

উচ্চারণ: 'যাহাবায্ যাঁমায়ু ওয়াব্ তাল্লাতিল্ ঊরূক্বু, ওয়া ছাবাতাল্ আজ্রু ইন শা-আল্লা-হ'।

অর্থ: 'পিপাসা দূরীভূত হয়েছে, শিরা-উপশিরাগুলো সিক্ত হয়েছে এবং ইন-শা-আল্লাহ প্রতিদানও নির্ধারিত হয়েছে'।

❍ মারওয়ান ইবনু সালিম আল-মুকাফ্ফা' (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, ইবনু ঊমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে তাঁর দাড়ি মুষ্টিবদ্ধ করে ধরে মুষ্টির বাড়তি অংশ কেটে ফেলতে দেখেছি। আর তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইফতারের সময় এই দু'আ বলতেন।[৭৯৭]

ব্যাখ্যা: وَثَبَتَ الْأَجْرُ 'পুরস্কার সাব্যস্ত হয়েছে' অর্থাৎ সিয়াম পালনের ক্লান্তি দূর হয়েছে এবং সিয়ামের সাওয়াব সাব্যস্ত হয়েছে। ইমাম ত্বীবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ক্লান্তি দূর হওয়ার পর বিনিময় সাব্যস্ত হওয়ার উল্লেখ পরিপূর্ণভাবে স্বাদ গ্রহণের বহিঃপ্রকাশ। যেমন আল্লাহ তা'আলা জান্নাতবাসীদের বক্তব্য বর্ণনা করেছেন এ বলে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌ অর্থাৎ **'সেই মহান আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা যিনি আমাদের চিন্তা দূর করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আমাদের রব অতিশয় ক্ষমাকারী এবং অতীব পুরস্কার প্রদানকারী'**- (সূরা ফাত্বির-৩৫, আয়াত: ৩৪)।[৭৯৮]

সতর্কতা: উল্লেখ্য যে, ইফতারের সময় বা এর পূর্বে দু'আ কবুল হওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীস সহীহ নয়।[৭৯৯]

৭৯৭. আবূ দাউদ (তাহ্ক্বীক্ব), হাদীস নং- ২৩৫৭, অধ্যায়: সাওম (রোযা)।

৭৯৮. মিশকাতুল মাসাবীহ (হাদীস একাডেমী), ১৯৯৩নং হাদীসের ব্যাখ্যা।

৭৯৯. ইরওয়াউল গালীল, হাদীস নং- ৯২১।

দশম অধ্যায়: ঝাড়ফুঁক-চিকিৎসা

অসুস্থ ব্যক্তিকে ঝাড়ফুঁক করার দু'আ

اَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا.

উচ্চারণ: 'আয্হিবিল্ বা-সা রব্বান্ না-স, ওয়াশ্ফি আংতাশ্ শা-ফী, লা-শিফা-আ ইল্লা শিফা-য়ুকা, শিফা-আন লা- ইউগা-দিরু সাক্বামা'।

অর্থ: 'হে মানুষের প্রতিপালক! আপনি রোগ দূর করে দিন এবং আরোগ্য দান করুন। আপনিই তো আরোগ্যদানকারী, আপনার আরোগ্য ভিন্ন আর কোন আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্য দিন, যেন এরপর আর কোন রোগ না থাকে'।

❍ আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ তাদের (স্ত্রীদের) কাউকে ঝাড়ার সময় ডান হাত দিয়ে মাসাহ করেন এবং এই দু'আ বলতেন।[৮২৮]

ব্যাখ্যা: হাদীসের ভাষ্য মতে ডান হাত দিয়ে রুগী ব্যক্তিকে মাসাহ করা ভাল এবং তার জন্য দু'আ করা। ইমাম নাবাবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, কিতাবুল আযকারে আমি অনেক সহীহ দু'আসমূহের বর্ণনা একত্রিত করেছি, আর এই দু'আটি হচ্ছে তন্মধ্যে রোগী ব্যক্তির জন্য রোগমুক্তি কামনা করে দু'আ করা। সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে এজন্য যে, অসংখ্য হাদীসে এসেছে রোগ গুনাহসমূহের কাফফারাহ তথা গুনাহসমূহকে মিটিয়ে দেয়, এর প্রতিদান রয়েছে। এর জবাব মূলত দু'আ একটি 'ইবাদাত, কেননা তা সাওয়াব ও কাফফারার বিরোধী না, দু'টিই অর্জিত হয়। রোগের প্রথম অবস্থায় এবং তার উপর ধৈর্যধারণ করার মাধ্যমে দু'আকারী উত্তমভাবে ব্যক্ত করে থাকেন। হতে পারে তার জন্য তার উদ্দেশ্য সফল হবে অথবা এর পরিবর্তে উপকার আসবে বা ক্ষতি দূরীভূত হবে। আর প্রত্যেকটিই আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ।[৮২৯]

৮২৮. বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন্স), হাদীস নং- ৫৭৫০, অধ্যায়: চিকিৎসা।

৮২৯. মিশকাতুল মাসাবীহ (হাদীস একাডেমী), ১৫৩০নং হাদীসের ব্যাখ্যা।